আপনার জীবন ও সমাজে
মাদকের কোন স্থান নেই

মাদকদ্রব্যের পরিচিতি ও ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক

গাঁজা

গাঁজা বা ক্যানাবিস হচ্ছে এক ধরণের নেশা জাতীয় উদ্ভিদ। এর ল্যাটিন নাম "ক্যানাবিস স্যাটাইভা"। এতে রয়েছে টি.এইচ.সি বা "টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল" নামক এক সক্রিয় উপাদান যা ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনায় পরিবর্তন ঘটায় এবং মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে।

গাঁজা ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

গাঁজা ব্যবহারকারীকে নিস্তেজ, অবসন্ন, কিংবা বেশি কথা বলতেও দেখা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর ভিতর মতিভ্রম ও সন্ত্রস্তভাব পরিলক্ষিত হয়। তার স্থান ও সময় জ্ঞান পরিবর্তিত হয় এবং অনুভূতি শক্তি হ্রাস পায়। তাছাড়া চলাফেরায় অসংলগ্নতা, হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়া এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া, লালচে চোখ ও মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গাঁজা সেবনকারীর স্বাভাবিক জীবন যাপন দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

হেরোইন

আফিম থেকে প্রস্তুত একটি মারাত্মক মাদকদ্রব্যের নাম হেরোইন। সাধারণতঃ সাদা অথবা বাদামী রঙের পাউডার আকারে পাওয়া যায়। হেরোইন সম্পূর্ণ অবৈধ মাদকদ্রব্য। মাদক অপরাধীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত হেরোইনের পরিমাণ ২৫ গ্রাম বা বেশি হলে, তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। বাংলাদেশে প্রধানতঃ বাদামী রং এর হেরোইন চোরাচালান হয়ে থাকে এবং 'চেজিং দ্যা ড্রাগন' পদ্ধতিতে ধূমপানের মাধ্যমে হেরোইনের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেয়া হয়। এর ফলে নেশার সৃষ্টি হয়।

হেরোইন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

স্বল্পমেয়াদী প্রতিক্রিয়া

হেরোইন ব্যাথা, ক্ষুধা ও যৌন অনুভূতি এবং রক্তচাপ কমিয়ে দেয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি করে। ব্যবহারকারী অস্থিরতা, ঘুমঘুম ভাব ও ঘাম অথবা ঠান্ডা অনুভব করতে পারে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মত হেরোইন ব্যবহার করে গাড়ী বা মেশিন চালানো বিপজ্জনক। অধিক মাত্রায় হেরোইন গ্রহণের ফলে সেবনকারীর চোখের মনি সংকুচিত হতে পারে, চামড়া হয়ে যায় ঠান্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে ও নীলচে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে থেমে যেতে পারে এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া

নিয়মিত হেরোইন সেবনকারীর ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা ও খাবারের প্রতি অনীহা, অস্থিরতা সৃষ্টির কারণে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাছাড়া হেরোইন সেবনকারীর ফুসফুস, যকৃৎ ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হ্রাস পায় ও সেবনকারী আস্তে আস্তে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে এক সময় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ইনজেকশনের মাধ্যমে হেরোইন গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি ইত্যাদি মরণ ব্যাধি একসাথে বিস্তারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। মাদকাসক্ত মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদেরও মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশের ক্ষেত্রে তিন থেকে চারদিন হেরোইন ব্যবহারের পরই আসক্তির সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহারকারী হেরোইন সেবনের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায় যা থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে হঠাৎ করে হেরোইন সেবন পরিহার করলে ৭/৮ ঘন্টা পর বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেমনঃ প্রচন্ড বিষণ্ণতা, অনিদ্রা, ঘাম হওয়া, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া, মাংসপেশি লাফানো, ব্যাথা, শীত শীত ভাব, ডায়রিয়া, বমি, খিচুনি, জ্বর এবং এ অবস্থায় মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য ব্যগ্রতা।

কোডিন

কোডিন আফিম থেকে উদ্ভূত একটি উপজাত দ্রব্য। এটি বেদনা-নাশক অথবা কাশি দমনকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এলিকসার, সলিউশন আকারে এটি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য কোডিন ফেনসিডিলের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেনসিডিল

ফেনসিডিল একটি কাশির ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে আফিম থেকে উদ্ভূত কোডিন ফসফেট। এ ওষুধ বাংলাদেশে অবৈধ হলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশে বৈধ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে আসে। এটা একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এর গন্ধ তীব্র। বাংলাদেশে এর অপব্যবহারকারীদের কাছে এটি "ডাইল" বা ফেনসিডিল নামে পরিচিত। ফেনসিডিল সেবনে হেরোইনের মত নেশা ও প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে হেরোইন দুষ্প্রাপ্য হলে অথবা দাম বাড়লে মাদকাসক্তরা ফেনসিডিল সেবন করে হেরোইনের নেশার চাহিদা পুরণ করে।

পেথিডিন

পেথিডিন বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি ওষুধ জাতীয় মাদকদ্রব্য। এটি সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে তৈরী ওষুধ যা সাধারণতঃ ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এর অপব্যবহারের কারণে মারাত্মক আসক্তির সৃষ্টি হয় যা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পেথিডিন একদিকে যেমন জীবন রক্ষাকারী বেদনানাশক ওষুধ তেমনি অন্যদিকে প্রচন্ড নেশা সৃষ্টিকারী। একাধিক ব্যক্তি একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে পেথিডিন ইনজেকশন নেয় বলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি/সি এবং এইচআইভি/এইডস বিস্তার লাভ করে। দীর্ঘদিন ইনজেকশন নেয়ার ফলে হাতে ও পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে মৃত্যু ঘটে।

আফিম

পপি গাছের ফল থেকে কষ সংগ্রহ করে আফিম প্রস্তুত করা হয়। ঘয়ের বা পিচের আকৃতিবিশিষ্ট গাঢ় বাদামী রংয়ের। আফিমের গন্ধ তেঁতুলের মাতো, স্বাদ অত্যাধিক তিতো। বৃটিশ আমল হতে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এদেশে আফিম সেবন প্রচলিত ছিল।

আফিম জাতীয় বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের প্রতিক্রিয়া

ব্যবহারকারীদের ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন অনুভূতি হ্রাস পায়। বমিবমি ভাব, বমি করা, ঘাম হওয়া, চুলকানি, চলাফেরায় ভারসাম্যের অভাব এবং মাথা ঘুরানো ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতই আফিম জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের পর গাড়ি বা কোন মেশিন চালানো বিপজ্জনক। অধিক মাত্রায় গ্রহণের ফলে চোখের মনি সংকুচিত হয় এবং চামড়া স্যাঁতস্যাঁতে ও শীতল হয়ে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে হতে থেমে যেতে পারে এবং মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

মরফিন

আফিম থেকে উৎসুত বেদনা-নাশক ওষুধরূপে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইনজেকশনের জন্য সলিউশনের আকারে এবং ট্যাবলেট বা সাপোজিটরি আকারেও পাওয়া যায়। এটি পেথিডিনের মতোই মারাত্মক আসক্তির সৃষ্টি করে থাকে। এর গন্ধ তেঁতুলের মতো, রং ইটের গুড়ার মতো লালচে।

বুপ্রেনরফিন

বুপ্রেনরফিন একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য এবং আফিমের সমধর্মী। এটি বেদননাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো দেশে হেরোইন আসক্তির চিকিৎসার কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়। ইনজেকশন অথবা ট্যাবলেট আকারে এ মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ ইনজেকশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাজারে এটি টিডিজেসিক অথবা বুনোজেসিক নামে বিক্রি হয়। বাংলাদেশে এর উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ।

ইয়াবা

মেথামফিটামিন নামক স্নায়ু উত্তেজক মাদকদ্রব্যের সংগে মরফিন কিংবা সিডেটিভ বা ট্রাংকুইলাইজার জাতীয় মাদকের মিশ্রনে তৈরী ককটেল জাতীয় ট্যাবলেট ইয়াবা। ইয়াবা শব্দটি থাই শব্দ 'ইয়ার' ও 'বাহ'

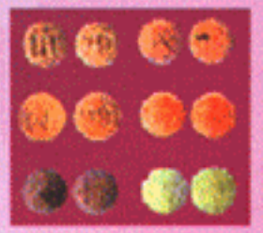

থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো "উত্তেজক ওষুধ"। এর রং লালচে, কমলা গোলাপী বা সবুজাভ হয়ে থাকে। স্বাদ আঙ্গুর, ভ্যানিলা, কমলা ইত্যাদির মত। এর গায়ে "WY" "R" "OK" "SY" ইত্যাদি লোগো অংকিত থাকে। এটি সাধারনতঃ ৪ থেকে ৫ মিঃ মিঃ ব্যাস এবং ২ থেকে ৩ মিঃ মিঃ পুরু ট্যাবলেট আকারে তৈরী হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে পাউডার আকারেও ইয়াবা পাওয়া যায়। এসব পাউডার শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য কোমল পানীয়ের সাথে মিশিয়ে সেবন করা হয়। ইয়াবার সংগে মরফিন বা স্নায়ু অবদমনকারী মাদক মেশানো হয়, নেশার ক্ষেত্রে এর অতি উত্তেজনাকর অবস্থাকে ব্যালান্স করার জন্য। তবে উত্তেজনা আরো বাড়ানোর জন্য কোকেন বা এফিড্রিনও মেশানো হয়। ইয়াবা সেবনে আপাততঃ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলেও এর নেশাকারী প্রভাব শেষ হওয়ার পরে ব্যবহারকারী চরম শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, হতাশা, নৈরাশ্য ও বিষাদে পতিত হয়। এ অবস্থায় ব্যবহারকারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। ক্রমাগত ইয়াবা ব্যবহারে স্মৃতিভ্রষ্টতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক শারীরিক ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে ব্যবহারকারী জীবমৃত বা পঙ্গুত্বের অবস্থায় পৌছে যেতে পারে। আমাদের দেশে বিদেশী অপসংস্কৃতির অনুকরনকারী ও উচ্চবিত্তের তরুণ তরুণীদের মধ্যে ইয়াবা ব্যবহারের প্রবণতা বেশী। বাংলাদেশে যে ইয়াবা পাওয়া যায় তা মূলতঃ মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চীন থেকে চোরা চালান হয়ে আসে।

ঘুমের ওষুধ

ঘুমের ওষুধ (সিডেটিভ-হিপনোটিকস) জাতীয় সকল মাদকদ্রব্য মানুষের দেহে তন্দ্রাভাব এবং নিদ্রার সৃষ্টি করে। এগুলো বিভিন্ন ট্রাংকুলাইজারের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, নিদ্রা আগমনে এগুলোর কার্যকারিতা অনেক বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদী। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ধরণের ঘুমের ওষুধ রয়েছে। ঘুমের ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

ট্রাংকুলাইজার

টেনশন, উদ্বেগ বা অস্থিরতা অথবা নিদ্রাহীনতা লাঘবে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্য জাতীয় ওষুধ। এ ধরণের ওষুধ অপব্যবহৃত হলে মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্রিয়া ক্ষীণ হয় ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে। তবে এতে ঘুমের ওষুধের মত ততটা তন্দ্রাভাব সৃষ্টি হয় না। ট্রাংকুলাইজার সাধারণতঃ ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সুপরিচিত কয়েকটি ট্রাংকুলাইজার হলো ডায়াজিপাম, ক্লোরাজাম, ক্লোনাজিপাম ইত্যাদি।

স্বল্প মেয়াদী প্রতিক্রিয়া

নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণে গ্রহণের ফলে মাংসপেশির শৈথিল্য দেখা দিতে পারে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতই ট্রাংকুলাইজার ব্যবহারকালে গাড়ী অথবা মেশিন চালানোর মত কাজ করা বিপজ্জনক। কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ায় ফুসকুড়ি, বমি-বমি ভাব ও কিমুনির মতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে মাথা ব্যথা, ক্রোধ ও বিরক্তির অনুভূতি, পাকস্থলির গোলযোগ এবং চামড়ায় ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। আপনার চিকিৎসক ট্রাংকুলাইজার গ্রহণের পরামর্শ দিলে অবশ্য পালনীয়ঃ

প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কিভাবে আপনাকে ঔষধ সেবন করতে হবে তা নিশ্চিতভাবে জেনে নিন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনই মাত্রা পরিবর্তন করবেন না। ট্রাংকুলাইজার সেবনে কখনও কোন সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

মাদকদ্রব্য প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া

নিয়মিত অথবা অধিক পরিমানে মাদক গ্রহণকারীরা হঠাৎ করে মাদকদ্রব্য গ্রহণ বন্ধ করে দিলে ৮-১০ ঘন্টার মধ্যে পরিহারজনিত যে সব লক্ষণ দেখা দেয় তা হলো- প্রচন্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা অথবা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘুম, ঘাম হওয়া, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া, মাংসপেশি লাফানো, শরীর ব্যথা, শীত-শীত ভাব, ডায়রিয়া, বমি, খিচুনি, প্রচন্ড- জ্বর, উদ্বেগ বোধ, অস্থিরতা, প্রলাপ বকা, দৃষ্টিক্ষমতা লোপ, ক্ষুধামন্দা, হতোদ্যম হয়ে পড়া সহ মারাত্মক আসক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে মাদক ব্যবহারের কাল, শারীরিক অবস্থা ও মাত্রার উপর এ সকল প্রত্যাহারজনিত তীব্রতা নির্ভর করে। মাদকদ্রব্য পরিত্যাগের ফলে উল্লেখিত উপসর্গগুলি অনেকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় না বলে মাদকদ্রব্য ছেড়ে দেয়ার সময় চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

আপনি কি করবেন?

- মাদকাসক্ত একজন রোগী, তাকে মাদকমুক্ত সুন্দর জীবনের জন্য প্রেরণা দিন।
- নিকটস্থ সরকারি/বেসরকারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
- দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৫৮৯৩-৪, ফ্যাক্স : ৮৩১১১৫৫
ই মেইল: sacomdnc@bttb.net.bd
dgdnc@btlb.net.bd
ওয়েব সাইট : www.dnc.gov.bd

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২ (নতুন) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৮১১৫৯০৯, ৮১১৯৫২১-২২
মোবাইল : ০১৭১৪-০৮৮৯৬৮
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১১৩০১০, ৮১১৮৫২২
ই-মেইল : dambgd@bdonline.com
ওয়েব সাইট : www.ahsaniamission.org

Supported by
United Nations Office on Drugs and Crime
Regional Office for South Asia
Peer Led Intervention : Project RAS/H71